এপিএস গ্রুপ ১০৬, পূর্ব ফায়দাবাদ, দক্ষিণখান, ঢাকা-১২৩০।	পলিসির নাম ঃ সংগঠন গঠনের স্বাধীনতা ও যৌথ দর কষাকষি নীতিমালা Freedom of Association & Collective bargaining Policy
	কার্যকর তারিখ ঃ ০১/০৬/২০১৭ ইং
	নাবায়নের তারিখঃ ০১/০৬/২০১৭ইং
	পরবর্তী নাবায়নের তারিখঃ ০১/০৬/২০১৮ইং
এই পলিসি কার্যকর করার দায়িত্বশীল ব্যক্তি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চেয়ারম্যান, পরিচালক, ,মহাব্যবস্থাপক, ব্যবস্থাপক/অফিসার কমপ্লায়েন্স, ওয়েলফেয়ার এবং সংশ্লিষ্ট সকলে।

সংগঠন গঠনের স্বাধীনতা ও যৌথ দর কষাকষি নীতিমালা

Freedom of Association & Collective bargaining Policy

ক্রমিক নং	বিষয়
১.	সংগঠন গঠনের স্বাধীনতা ও যৌথ দর কষাকষি নীতিমালা: লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
২.	অর্গানাইজেশন চার্ট ও সদস্যদের কার্যাবলী
৩.	রুটিন ও প্রোসিডিউর
৪.	যোগাযোগ ও বাস্তবায়ন
৫	ফিডব্যাক ও কন্ট্রোল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান শ্রমজীবী মানুষের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই সংবিধান শ্রমজীবী মানুষের অধিকার রক্ষায় নিম্মোক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নে রাষ্ট্রকে তাগিদ দিয়েছে ঃ

"কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি, নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা, সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরন, যোগত্যনুসারে কর্মের সুযোগ সৃষ্টি, ধর্মীয় বৈষম্য বিলোপ, জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরন, সংগঠনের স্বাধীনতা,চিন্তা,বিবেক ও বাক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা" আইএলও'র সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ আইএলও সনদ, আন্তর্জাতিক শ্রম মানসমুহ এবং ঘোষণাসমুহের প্রতি সম্মান দেখাতে দৃড় প্রতিজ্ঞ। ১৯৯৮ ইং সনে আইএলও কর্তৃক কর্মক্ষেত্রে অধিকারের নীতিসমুহ ঘোষনা করা হয়ঃ

(১) সকল প্রকার বাধ্যতামুলক শ্রমের বিলোপ

(২) কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য নিরসন

(৩) সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার এবং

(৪) শিশু শ্রমের কার্যকর বিলোপ সাধন।

কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতি: এপিএস গ্রুপ একটি বৃহৎ পোশাক রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান। সহস্রাধিক শ্রমিক এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। শ্রমিক/কর্মচারীদের মৌলিক অধিকারের প্রতি কর্তৃপক্ষ শ্রদ্ধাশীল বিধায় কর্তপক্ষ *আইএলও কনভেনশন *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৪ এবং বাংলাদেশ **শ্রম আইন ২০০৬ এর** আলোকে সংগঠন গঠনের স্বাধীনতা ও যৌথ দর কষাকষি নীতিমালা প্রনয়ন করেছে। **এপিএস গ্রুপঃ** কর্তৃপক্ষ এই নীতি প্রয়োগে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।এছাড়া **এপিএস গ্রুপ** কর্তৃপক্ষ লক্ষ্য রাখে কারখানার অভ্যন্তরে সংগঠন গঠনের স্বাধীনতা ও যৌথ দর কষাকষি নীতিমালা ভঙ্গ করা না হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দ্যেশ্য (Aim & objective): **বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা-২০৫ অনু**যায়ী অনূন্য ৫০ জন শ্রমিক সাধারনত: কর্মরত আছেন এরুপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের মালিক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় তাহার প্রতিষ্ঠানে একটি

অংশগ্রহনকারী কমিটি গঠন করিবেন। সংগঠন গঠনের স্বাধীনতা ও যৌথ দর কষাকষি নীতিমালা বাংলাদেশ শ্রম আইন স্বীকৃত এবং শ্রমিক ও মালিক পক্ষের মধ্যে সমঝোতার একটি প্রক্রিয়া। শ্রমিকদের যেকোন অধিকার সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত সচেতন। শ্রমিক ও মালিকের অংশগ্রহনের মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখার লক্ষ্যেই এই নীতিমালা প্রনীত। এ নীতিমালার মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে মজুরী কাঠামো, কর্মঘন্টা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, অভিযোগ পদ্ধতি এবং অধিকার সমূহ নির্ধারিত হয়।

The organization or person responsible for implementing the policy

উল্লেখিত নীতিমালাটি প্রনোয়ন ও তার সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য একটি কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়েছে। পরিষদটির গঠন প্রণালী নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

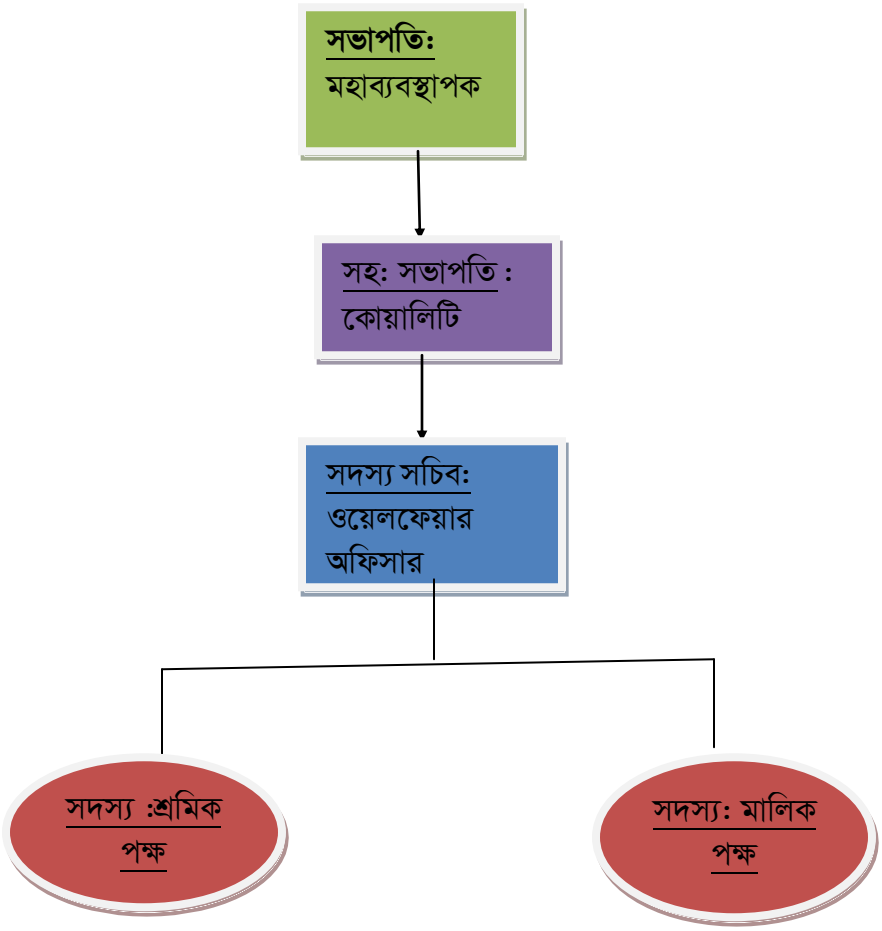

অংশ গ্রহণকারী কমিটির নামীয় তালিকা ও কার্যাবলী:

	শ্রমিক পক্ষ			মালিক পক্ষ		
ক্রমিক নং	নাম	পদবী	স্বাক্ষর	নাম	পদবী	স্বাক্ষর
০১	মোসা: পারভীন	সহ:সভাপতি		জনাব এইচ এম ফরহাদ	সভাপতি	
০২	রাশিদা আকতার	সদস্য সচিব		রাজিয়া খাতুন	সদস্য সচিব	
০৩	সাজেদা	সদস্য		স্বপন বড়ুয়া	সদস্য	
০৪	বুলবুলি	সদস্য		মো: রেজাউল করিম	সদস্য	
০৫	সোহাগী বারই	সদস্য		মো: খোকন মিয়া	সদস্য	
০৬	মো: মাসুদ রানা	সদস্য		মো: জাহাঙ্গির আলম	সদস্য	

সভাপতি: অংশগ্রহনকারী কমিটির সভাপতি হিসাবে সভা আহবান করা এবং সভায় উত্থাপিত সমস্যা সমূহের আশু সমাধান করা তার দায়িত্ব।

সহ:সভাপতি: সভাপতির অবর্তমানে যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা ও সভায় উত্থাপিত সমস্যা সমূহের সুপারিশ সমূহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা।

সদস্য সচিব : সভাপতির অনুমোদনক্রমে সভার নোটিশ করা, সভার কার্যবিবরনী তৈরী, উপস্থাপন এবং লিপিবদ্ধ করা ।

সদস্য: সদস্যরা সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকা ও শ্রমিকদের দাবী- দাওয়া, সমস্যা, নায্য- পাওনা, ঝুকিঁ সর্ম্পকিত ইস্যুসমূহ তুলে ধরা। গৃহীত পদক্ষেসমূহ -মাসিক মিটিং, কারখানার বিভিন্ন নোটিশ বোর্ড,সাউন্ড সিস্টেমের মাধ্যমে শ্রমিকদের জানানো।

অংশ গ্রহণ কমিটির কাজ ঃ

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা-২০৬ অনুযায়ী অংশগ্রহনকারী কমিটির কাজ হইবে প্রধানত: প্রতিষ্ঠানের প্রতি শ্রমিক এবং মালিক সকলেরই অঙ্গীভূত হওয়ার ভাব প্রোথিত ও প্রসার করা এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি শ্রমিকগনের অঙ্গীকার ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা ।

(ক) শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে পারস্পারিক আস্থা ও বিশ্বাস, সমঝোতা এবং সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রয়াস বা প্রচেষ্টা চালানো

(খ) শ্রম আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা

(গ) শৃঙ্খলাবোধে উৎসাহিত করা, নিরাপত্তা, পেশাগত স্বাস্থ্যরক্ষা এবং কাজের অবস্থার উন্নতি বিধান।

(ঘ) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষন, শ্রমিক শিক্ষা এবং পরিবার কল্যাণ প্রশিক্ষনে উৎসাহিত করা।

(ঙ) শ্রমিক ও তাদের পরিবার বর্গের জন্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

(চ) উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, উৎপাদন খরচ হ্রাস

অংশ গ্রহণ কমিটির সভা ঃ

_**বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা-২০৭ অনুযায়ী** দারা ২০৬ এর অধীন কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার সুপারিশ করা ও তৎসম্পর্কে আলোচনা ও মত বিনিময়ের জন্য অংশগ্রহনকারী কমিটি প্রতি দুইমাসে অন্তত: একবার সভায় মিলিত হইবে। এপিএস গ্রুপ: প্রতি দুই মাসে একবার করে অংশগ্রহনকারী কমিটির সভা আয়োজন করে।

সংগঠকঃ শ্রমিকদের যে কোন অধিকার সম্পর্কে এপিএস গ্রুপ কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত সচেতন। আর সে লক্ষ্যেই এই নীতিমালাকে কার্যকরী রুপদানের জন্য একটি সংগঠক কমিটি অত্র কারখানায় সক্রিয়, যেখানে শ্রমিক ও মালিকের উপস্থিতি বিদ্যমান।

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিঃ এই নীতিমালার পূর্নাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য শ্রমিক এবং মালিক উভয়েই দায়িত্ব নিয়ে কার্যক্রমকে সফল করেন।

রুটিন ও প্রসিডিউর

The routines/ procedure for implementation of the policy:

কার্যক্রম সমুহ/Activities (What)	প্রক্রিয়া/Procedure (How)	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ (Who/Designation	বাস্তবায়নের সময় (When)	বাস্তবায়নের সময়সীমা (Time Line)
সংগঠন গঠনের যে কোন উদ্যোগ অত্র প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ সমর্থন দান করে	নোটিশ, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সম্মতি, সভার মাধ্যমে	অংশগ্রহনকারী কমিটির সদস্যবৃন্দ	ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়	মিটিং অনুযায়ী
সংগঠন নিজস্ব সংবিধান এবং বিধিমালা প্রণয়ন,স্বাধীনভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন, কর্মতৎপরতা পরিচালনা ও কর্মসূচী প্রনয়ণ করতে পারবে	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে	অংশগ্রহনকারী কমিটির সদস্যবৃন্দ	ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়	মিটিং অনুযায়ী

অ-রেজিষ্ট্রিকৃত অথবা রেজিষ্ট্রেশন বাতিল হয়েছে এমন কোন সংগঠনের সদস্যরা কাজ চালাতে পারবে না	আইন অনুযায়ী	অংশগ্রহনকারী কমিটির সদস্যবৃন্দ	ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়	মিটিং অনুযায়ী
কোন শ্রমিক একই সময়ে একাধিক সংগঠনের সদস্য পদ গ্রহণ বা সদস্যপদ অব্যহত রাখতে পারবে না	আইন অনুযায়ী	অংশগ্রহনকারী কমিটির সদস্যবৃন্দ	ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়	মিটিং অনুযায়ী

নীতিমালা প্রয়োগ ও মূল্যায়ণ পদ্ধতি/পক্রিয়া ঃ

শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ, ১৯৬৯ অনুসারে, এপিএস গ্রুপ নিম্নলিখিত ভাবে সংগঠন গঠনের স্বাধীনতা ও দরকষাকষি নীতি মেনে চলে। শ্রমিকরা যে কোন সংগঠনে যোগ দিতে বা গঠন করতে পারবে আইন অনুযায়ী।

নীতিমালা বিবরনী ঃ

সংগঠন গঠনের যে কোন উদ্যোগ অত্র প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ সমর্থন দান করে। কোন প্রকার পূর্ব অনুমতি ছাড়াই সকল শ্রেণীর শ্রমিক নিজেদের পছন্দমত সংগঠন গঠন এবং যোগদান করতে পারবে। সংগঠন নিজস্ব সংবিধান এবং বিধিমালা প্রণয়ন,স্বাধীনভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন, কর্মতৎপরতা পরিচালনা ও কর্মসূচী প্রনয়ণ করতে পারবে। তবে অ-রেজিষ্ট্রিকৃত অথবা রেজিষ্ট্রেশন বাতিল হয়েছে এমন কোন সংগঠনের সদস্যরা কাজ চালাতে পারবে না। কোন শ্রমিক একই সময়ে একাধিক সংগঠনের সদস্য পদ গ্রহণ বা সদস্যপদ অব্যহত রাখতে পারবে না।

কর্তৃপক্ষের বাধ্যবাধকতা ঃ

* কর্তৃপক্ষ কোন ব্যক্তির উপর সংগঠনে যোগদানের বা সংগঠনের সদস্যপদ বহাল রাখার অধিকার হরন করে কোন শর্ত আরোপ করার তৎপরতা চালায় না।
* কোন ব্যক্তি কোন সংগঠনের সদস্য আছেন কিনা তার ভিত্তিতে চাকুরীতে নিযুক্তি, পদোন্নতি, চাকুরীর শর্ত বা কাজের শর্ত নির্ধারনে বৈষম্য করে না।
* কোন সংগঠনের সদস্য বা কর্মকর্তা হয়েছেন বা হবার ইচ্ছা পোষন করেছেন অথবা সদস্য বা কর্মকর্তা হবার জন্য কোন ব্যক্তিকে সম্মত করার চেষ্টা করেছেন বা কোন সংগঠন গঠনের, উন্নয়নের বা কর্মতৎপরতা চালানোর জন্য কোন শ্রমিককে চাকুরী থেকে বরখাস্ত, পদচ্যুত বা অপসারনের হুমকি কিংবা চকুরী ক্ষতিগ্রস্ত করার হুমকি প্রদান করে না।
* কোন ব্যক্তিকে সংগঠনের সদস্য বা কর্মকর্তা না হবার জন্য অথবা সদস্য বা কর্মকর্তা হয়ে থাকলে তা বর্জনের জন্য প্রলুব্ধ করার প্রক্রিয়া চালায় না।
* ভীতি প্রর্দশণ, দমন নীতি, চাপ প্রয়োগ অথবা আহত করে কোন শ্রমিককে কোন চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয় না।
* নির্বাচন চলাকালীন সময়ে কর্তৃপক্ষ কোনরূপ হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তার করার ইচ্ছা পোষণ করে না।

শ্রমিকদের বাধ্যবাধকতা ঃ

* কাজ চলাকালীণ সময়ে কোন শ্রমিককে সংগঠনে যোগদানের জন্য বা যোগদান থেকে বিরত থাকার জন্য সম্মত করার চেষ্টা করা যাবে না।

* সংগঠনের সদস্য বা কর্মকর্তা হবার জন্য বা বিরত থাকার জন্য অথবা সদস্য বা কর্মকর্তা পদে বহাল থাকা বা না থাকার জন্য কোন ব্যক্তিকে ভীতি প্রদর্শন করা যাবে না।

* ভীতি প্রদর্শন, দমন নীতি, চাপ প্রয়োগ, আটক রেখে অথবা আহত করে কোন শ্রমিককে সংগঠনের চাঁদা দিতে বা বিরত থাকতে ও মালিককে কোন চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা যাবে না।

* কোন শ্রমিক ধর্মঘট চলাকালীন সময়ে কোন সংগঠনে কোনরূপ হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

Communication & implementation of routines

নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত করন ঃ

নীতিমালা বাস্তবায়নে অবহিতকরন একটি বড় বিষয়।আর এ কাজের জন্য অত্র কারখানায় যে সকল পদক্ষেসমূহ গৃহীত হয় তা হলো-মাসিক মিটিং, কারখানার বিভিন্ন নোটিশ বোর্ড,সাউন্ড সিস্টেমে শ্রমিককে জানাতে হবে ইত্যাদি। তার পদ্ধতি নিম্নরুপ:

কার্যক্রম সমুহ **Activities (What)**	কম্যুনিকেশনের ধরন **Procedure (How)/types of communication tools**	বাস্তবায়নকারী **(Who)**	বাস্তবায়নের সময় **(When)**	সময়সীমা **(Time Line)**
সংগঠন গঠনের স্বাধীনতা ও দরকষাকষি নীতি সম্পর্কে জনানো।	মাসিক মিটিং, কারখানার বিভিন্ন নোটিশ বোর্ড, ট্রেনিং,সাউন্ড সিস্টেমে জনানো।	অংশগ্রহনকারী কমিটির সদস্যবৃন্দ।	সংগঠন গঠনের স্বাধীনতা ও দরকষাকষি নীতি প্রতিষ্ঠার পর।	নতুন ও পুরাতন ট্রেনিং দেয়ার পর।
কাজ চলাকালীণ সময়ে কোন শ্রমিককে সংগঠনে যোগদানের জন্য বা যোগদান থেকে বিরত থাকার জন্য সম্মত করার চেষ্টা করা যাবে না।	মাসিক মিটিং, কারখানার বিভিন্ন নোটিশ বোর্ড,সাউন্ড সিস্টেমে জনানো।	অংশগ্রহনকারী কমিটির সদস্যবৃন্দ।	সংগঠন গঠনের স্বাধীনতা ও দরকষাকষি নীতি প্রতিষ্ঠার পর।	পরবর্তী অংশগ্রহনকারী কমিটির সভার পূর্বে।
সংগঠনের সদস্য বা কর্মকর্তা হবার জন্য বা বিরত থাকার জন্য অথবা সদস্য বা কর্মকর্তা পদে বহাল থাকা বা না থাকার জন্য কোন ব্যক্তিকে ভীতি প্রদর্শন করা যাবে না।	মাসিক মিটিং, কারখানার বিভিন্ন নোটিশ বোর্ড,ট্রেনিং,সাউন্ড সিস্টেমে জনানো।	অংশগ্রহনকারী কমিটির সদস্যবৃন্দ।	সংগঠন গঠনের স্বাধীনতা ও দরকষাকষি নীতি প্রতিষ্ঠার পর।	পরবর্তী অংশগ্রহনকারী কমিটির সভার পূর্বে।
কোন শ্রমিক ধর্মঘট চলাকালীন সময়ে কোন সংগঠনে কোনরূপ হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তার	মাসিক মিটিং, কারখানার বিভিন্ন নোটিশ বোর্ড,ট্রেনিং,সাউন্ড সিস্টেমে জনানো।	অংশগ্রহনকারী কমিটির	সংগঠন গঠনের স্বাধীনতা ও দরকষাকষি নীতি প্রতিষ্ঠার পর।	পরবর্তী অংশগ্রহনকারী কমিটির সভার পূর্বে।

করতে পারবে না		সদস্যবৃন্দ।		
নির্বাচন চলাকালীন সময়ে কর্তৃপক্ষ কোনরূপ হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তার করার ইচ্ছা পোষণ করে না।	মাসিক মিটিং, কারখানার বিভিন্ন নোটিশ বোর্ড,সাউন্ড সিস্টেমে জনানো।	অংশগ্রহনকারী কমিটির সদস্যবৃন্দ।	সংগঠন গঠনের স্বাধীনতা ও দরকষাকষি নীতি প্রতিষ্ঠার পর।	পরবর্তী অংশগ্রহনকারী কমিটির সভার পূর্বে।
কর্তৃপক্ষ কোন ব্যক্তির উপর সংগঠনে যোগদানের বা সংগঠনের সদস্যপদ বহাল রাখার অধিকার হরন করে কোন শর্ত আরোপ করার তৎপরতা চালায় না।	মাসিক মিটিং, কারখানার বিভিন্ন নোটিশ বোর্ড,ট্রেনিং,সাউন্ড সিস্টেমে জনানো।	অংশগ্রহনকারী কমিটির সদস্যবৃন্দ।	সংগঠন গঠনের স্বাধীনতা ও দরকষাকষি নীতি প্রতিষ্ঠার পর।	পরবর্তী অংশগ্রহনকারী কমিটির সভার পূর্বে।

ফিডব্যাক/ নিয়ন্ত্রনঃ সংগঠন গঠনের স্বাধীনতা ও যৌথ দর কষাকষি নীতিমালা বাংলাদেশ শ্রম আইন স্বীকৃত একটি প্রক্রিয়া বলেই কর্তৃপক্ষ এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এর বাস্তবায়নের জন্য শ্রমিক ও মালিক কর্তৃপক্ষ উভয়কেই সমভাবে দায়িত্ব নিতে হবে যাতে উৎপাদনে গতিশীলতা, উন্নতি,অগ্রগতি বিদ্যমান থাকে। এর পরেও যদি পলিসির কার্যক্রম ভঙ্গের কোন ঘটনা ঘটে তাহলে মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ নির্বাহী পরিচালক অংশগ্রহনকারী কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করে থাকেন।

Feedback and control

ফিডব্যাক ও কন্ট্রোল ঃ

কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের জন্য কোম্পানীতে যে সকল নীতিমালা রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটি নীতিমালা হচ্ছে "যৌথ দরকষাকষি ও সংগঠন সমিতি গঠনের স্বাধীনতা"। এই নীতিমালা শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের জন্য করা হয়েছে। এই পলিসি কারখানায় বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেতন এবং সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহন করে।

কার্যক্রম সমুহ Activities (What)	কম্যুনিকেশনের ধরন Procedure (How)	বাস্তবায়নকারী (Who)	বাস্তবায়নের সময় (When)
০১. ইন্টারনাল অডিট	ক) শ্রমিক/কর্মচারীদের ইন্টারভিউ। খ) কর্মকর্তাদের ইন্টারভিউ। গ) ডকুমেন্ট পরীক্ষা। ঘ) চাক্ষুষ নিরীক্ষন। ঙ) কোন শ্রমিককে তার চলাচলের স্বাধীনতার উপর হয়রানী করা হয় কিনা	ইন্টারনাল অডিট টিম	প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনুসারে
০২. রিপোর্টিং	# অডিট এর মাধ্যমে প্রাপ্ত সমস্যা গুলোর ভিত্তিতে রিপোর্ট তৈরী করা। # সদস্য ও সর্বোচ্চ কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা	নীতিমালা বাস্তবায়নকারী সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ।	যত শীঘ্রই সম্ভব।

	অনুষ্ঠিত করা। # সমস্যার কারন নির্ণয় করা। # ক্যাপ তৈরী করা।		
০৩. কন্ট্রোল	# পুণঃ কোন সম্ভাব্য ঘটনার জন্য বিপদ বিশ্লেষন করা। # নিবারক কার্যাবলী – আয়ত্বাধীন কোন সমস্যা পুনঃ হলে নিবারনের জন্য কি পদক্ষেপগ্রহন করা হবে।	নীতিমালা বাস্তবায়নকারী সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ।	প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুসারে।
০৪. রেমিডিয়েশন	# যদি ফিডব্যাক এর ফলাফলের মাধ্যমে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবর্তন দরকার হয়, তদানুসারে পরিবর্তন করিতে হইবে।	নীতিমালা বাস্তবায়ন কারী সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ।	প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুসারে।

উপসংহারঃ এপিএস গ্রুপ কর্তৃপক্ষ সকল ইউনিটের কর্মরত সকলের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা সমুন্নত রাখতে কর্তৃপক্ষ বদ্ধ পরিকর। মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে পারস্পারিক সমঝোতা ও সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রয়াস, শ্রম আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং শ্রম আইনের প্রতি উভয় পক্ষকে শ্রদ্ধাশীল রাখার মানসেই অত্র কারখানায় যৌথ দর কষাকষি নীতিমালা বিরাজমান।

প্রস্তুতকারীর নাম ও স্বাক্ষর	চেক প্রদানকারীর নাম ও স্বাক্ষর	অনুমোদনকারীর নাম ও স্বাক্ষর
	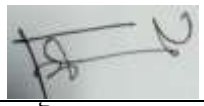	
মো: মনজুরুল হক **সহ:ম্যানেজার (এইচ আর এবং কমপ্লায়েন্স)**	**মেজর এইচএম ফরহাদ (অবঃ)** **জিএম(এডমিন, এইচ আর এন্ড কমপ্লায়েন্স)**	**মো: হাসিব উদ্দিন** **চেয়ারম্যান।**